"ক্লিক বানিজ্য"

মাহাবুবুর রহমান (রিমন) {০১/০৮/২০১৬}

আকর্ষনীয় ছবি অথবা কোন শিরোনাম দেখে লিংকে ক্লিক করলেন। মূল জিনিষ জানার জন্য আরও কয়েকটি লিংকে ক্লিক করতে হলো। তারপরেও মূল জিনিষটা অজানাই রয়ে গেল । আপনি আপনার নিজের অজান্তেই পৌছে গেছেন অবৈধ বা নিষিদ্ধ কোন ওয়েবসাইটে। এই সুযোগে ক্লিক এর মাধ্যমে অর্থ উপার্জন করছে একটি দুষ্টু চক্র।

এখানেই কিন্তু শেষ নয়, ফেসবুকে অনেকসময় ভিডিও বা ছবি দেখতে হলে প্রায়ই ইমেইল আইডি জানাতে হয়। যারা নিজের ইমেইল আইডি সরল মনে দিয়ে দেয়, দুষ্টু চক্রের লোকেরা এই ইমেইল আইডি গুলোকে সংগ্রহ করে তারা তাদের অবৈধ ব্যবসার হাতিয়ার বানিয়ে নেয়।

এই দুষ্টু চক্রটি তাদের অবৈধ ফ্রিল্যান্সিং বা আউটসোর্সিং নামে প্রচার করে তরুনদেও এই অবৈধ পথে আনার জন্য কাজ করে। এই তরুনরা বেশিরভাগ কলেজ কিংবা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। ফ্রিল্যান্সিং কাজ দেবে বলে চক্রটি গোপনে লিংক কপি পেষ্টের কাজ শেখাচ্ছে। তবে সাইবার নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠানের কারনে খুব একটা সুবিধা এরা করতে পারে না। এই সব অবৈধ ব্যবসার ওয়েবসাইট চালু হবার দুই অথবা তিন মাসের মধ্য বন্ধ হয়ে যায়। দুষ্টু চক্রটি আবার নতুন ওয়েবসাইট তৈরী করে তারা আবার এরকম অবৈধ কর্মকান্ড চালায়।

এই সব কারনে ফ্রিল্যান্সিং পেশা নিয়ে যেমন প্রশ্ন ওঠে তেমনি ক্ষতি হয় আউটসোর্সিং খাতের।

আমি যতদূর দেখেছি ফেসবুক ব্যবহার করেই এসব লিংক ছড়ানো হয়। মিথ্যা খবর, অশ্লীল ছবি, কিংবা অশ্লীল ভিডিও ব্যবহার কওে ছড়ানো হয় এসব লিংক।

এই ক্লিক বানিজ্য সম্পূর্ন বেআইনি বলে মন্তব্য করে থাকেন প্রকৃত ফ্রিল্যান্সিং কাজে নিয়োজিত ব্যাক্তিরা ।

এই দুষ্টু চক্র এই ক্লিক এর মাধ্যমে প্রতি ক্লিক এর মাধ্যমে ৮০ সেন্ট থেকে ১ ডলার পর্যন্ত আয় করে থাকে। মূলত সাইটে ট্রাফিক বাড়ানো ও বিভিন্ন পণ্যর বিজ্ঞাপন এবং ভিজিটরদের ইমেইল আইডি সংগ্রহ করাই হলো এই চক্রের অন্যতম উদ্দেশ্যে।

এখনই যদি এই অবৈধ ক্লিক বানিজ্যর বিরুদ্ধে কোনরকম ব্যবস্থা গ্রহন করা না নেয়া হয় তাহলে ফ্রিল্যান্সিং খাতে খারাপ প্রভাব ভবিষ্যতে পড়বে। আমাদের তরুন সহ সকলের সামনে ফ্রিল্যান্সিং বা আউটসোর্সিং এর সঠিক অর্থ তুলে ধরতে হবে।

তথ্য ও প্রযুক্তি বিষয়ক লেখক ও কলামিষ্ট , এবং
ইন্টারনেট এবং কম্পিউটারে বাংলা ভাষা ব্যবহারে উৎসাহ প্রদানকারী ##
মাহাবুবুর রহমান (রিমন)
email : mrahman0985@gmail.com
web : www.mrahman.info